কি ফুর্তি

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

কি ফুর্তি ওদের !
সেই ছয় যুবক, যারা গত ১৫ জুলাই পাবলিক বাসের মধ্যে সমবেত 'শান্তিপ্রিয়' নাগরিকদের চোখের সামনে এক অসহায় তরুণীকে কুৎসিতভাবে লাঞ্ছিত করল, বাসের একমাত্র প্রতিবাদী যুবক জগন্নাথকে নৃশংস মারে রক্তাক্ত করল, তাদের কি ফুর্তি বলুন তো -- পুলিশ তাদের টিকিও ছুঁতে আসেনি, কর্তাব্যক্তিরা বলে দিয়েছেন শহরে ইভ টিজিং কোনো সংকট তৈরি করছে না, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 'সব নিয়ন্ত্রণে আছে '। এস৯ রুটের সেই বাসের সরকারি কন্ডাক্টর ড্রাইভারেরও কি ফুর্তি ! ওরা বাসের ভেতর চূড়ান্ত নচ্ছাড়পনা দেখেও কোনোরকম বাধা দেওয়ার বদলে আক্রান্ত যুবককেই ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে নামিয়ে দিয়েছে ; কিন্তু সরকার আজও নাকি তাদের চিহ্নিতই করতে পারেনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

১৬ জুলাই হাবড়ার জোড়া খুনে অভিযুক্ত কুখ্যাত কিংবা প্রখ্যাত 'বুল্টন' বেকসুর ছাড়া পেয়ে গেল বারাসত আদালতে । অপরাধ প্রমাণে ব্যর্থ প্রশাসন । অসংখ্য দুষ্কর্ম, খুন, ধর্ষণ, তোলাবাজি, দাদাগিরির নায়ক উত্তর ২৪-পরগনার তাপস দাস ওরফে বুল্টন শাসক দলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কাছের লোক বলে সবাই জানে । কি ফুর্তি ওর ! মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

প্রশ্ন ফাঁস আর বেআইনি ভর্তির জালচক্র ধরা পড়ল, ধরা হল না জালের গোড়ার সরকারি আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নাটের গুরুদের । কি ফুর্তি ! মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

ফি বছর মালদা মুর্শিদাবাদ মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, শুখা মরসুমে চুপ করে থেকে ভরা বর্ষায় যথেচ্ছ বোল্ডার ফেলা হচ্ছে, আর প্রতিবার গ্রাম ডুবছে , ঘর ভাঙছে, মা-বোনেরা খিদের জ্বালায় শিশু বেচছে শরীর বেচছে । আমলা ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদার নেতাদের কি ফুর্তি ! মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

গত ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে কোন পুলিশ আর পুলিশের উর্দিধারী চপ্পল পায়ে .৩১৫ বোরের বন্দুক হাতে কারা নিরস্ত্র পলায়নপর গ্রামবাসীদের সরাসরি গুলি করে মারলো, ঘর জ্বালিয়ে দিল, মেয়েদের ধর্ষণ নির্যাতন করল, শিশু হত্যা করল ? কারা এখনও প্রায় প্রতিদিন বোমা গুলি নিয়ে বাইরে থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে অবাধে ? একজনও গ্রেফতার হয় নি, একজনেরও শাস্তি হয় নি । মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

১৭ মার্চ খেজুরির জননী ইঁটভাটায় দশজন দাগী দুষ্কৃতি সি বি আই-এর হাতে বামাল ধরা পড়ল , বন্দুক, গুলির বাক্স, পার্টির ফ্ল্যাগ, লাল রুমাল, পুলিশের উর্দি হেলমেট, সবকিছু সহ । তবু অনায়াসে খালাশ । রাজ্য পুলিশ সময়ে চার্জশিটই দিতে পারলো না । কি ফুর্তি ওদের ! মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

বামফ্রন্টের মাত্রাহীন ঔদ্ধত্য আর দম্ভ, সরকারের অমানবিক আচরণ আর মিথ্যাচার, সহ্যের সীমা ছাড়াতে অনেক বিবেকসম্পন্ন লেখক বুদ্ধিজীবী নাট্যকর্মী সমাজকর্মী পথে নামলেন ; প্রতিবাদীরা সরকারি

অনুষ্ঠান বয়কট করলেন, নাট্য একাডেমি থেকে পদত্যাগ করলেন । কিন্তু ক্রমে সময়ের প্রলেপে উত্তাপ স্তিমিত হল । বুদ্ধবাবু শিশির মঞ্চে নাট্যকর্মীদের সঙ্গে সহাস্যে মিলিত হলেন, বিক্ষুব্ধদের ফিরে আসতে বললেন সরকারি সংস্কৃতির নিরাপদ অঙ্গনে । কি ফুর্তি সুযোগসন্ধানী বুদ্ধিজীবীদের ! একাডেমির ফাঁকা চেয়ারে চান্স্ নেওয়া যাবে, সরকারি অনুগ্রহের লাইনে আবারো ঢুকে পড়া যাবে, কারণ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

১৯ জুলাই পুলকারের বেপরোয়া স্কুলগাড়ির ধাক্কায় ছোট্ট কৌস্তভের বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ থর থর করে কেঁপে কেঁপে নিথর হয়ে গেল । গ্রেফতার হল ড্রাইভার । মিডিয়ায় হৈ চৈ । অনিয়ম দুর্নীতি নৈরাজ্যের ছবি আরেকবার প্রকাশ্যে এলো । সরকারি বৈঠকে ২৫ জুলাই সিদ্ধান্ত হল নিয়ম মেনে পুলকার চলতে পারে আগের মতই । কি ফুর্তি পুলকার মালিক আর আর-টি-এ (আঞ্চলিক মোটরযান দপ্তর) কর্তাদের ! আরে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

২৯ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মামে জমির দাবিতে আন্দোলনকারী বামসংগঠিত কৃষকদের গুলি করে মারল অন্ধ্র-পুলিশ, মৃত আট আহত বহু । বিব্রত রাজশেখর রেড্ডির কংগ্রেস সরকার তড়িঘড়ি ঘটনার তদন্ত আর ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করল । অথচ নন্দীগ্রামে জমিরক্ষার আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর পশ্চিমবঙ্গ-পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার পাঁচ মাস পরেও বুদ্ধ ভট্টাচার্যের বাম সরকারের কোনো অনুতাপ নেই, তদন্ত বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই । বাম নেতারা গলা বাড়িয়ে বলছেন খাম্মাম আর নন্দীগ্রাম এক নয় ; নেতা-শিরোমণি জ্যোতি বসু বলেছেন - খাম্মামে কৃষকরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালাচ্ছিল, আর নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলন ছিল অগণতান্ত্রিক ; সেখানে আক্রান্ত পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল । কি ফুর্তি ! আর তাহলে চিন্তা কী ? ওদিকে মুখ্যমন্ত্রী তো বলেইছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে ।

অতএব, চালাও পান্‌সি . . . . ।

সম্পাদকীয়
উৎসমানুষ,
সেপ্টেম্বর ২০০৭ সংখ্যা